ISSN 2349-6436

দুর্বার ভাবনা

জুন ২০১৮

থুতুকুড়ির পরিবেশ শহিদ : বন্দুকের নলই শাসকের ক্ষমতার উৎস

নিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে চিকিৎসকরা পথে ।। সুন্দরবন অঞ্চলে পরিবেশে নতুন বিপদ

অদম্য জীবনের প্রতীক : স্টিফেন হকিং

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় :

তবে কি নারী নির্যাতন দেশজ সংস্কৃতির অঙ্গ?... স্মরজিৎ জানা... ৩

বিশেষ নিবন্ধ : ভারতীয় রাজনীতির পরম্পরা

ভারতীয় রাজনীতির ধারা : দ্বিতীয় পাঠ ব্রতীন .... চট্টোপাধ্যায় ৮

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : থুতুকুড়ি পরিবেশ আন্দোলনে শহিদ

থুতুকুড়ি : পরিবেশ আন্দোলনে ... শান্তনু ত্রিবেদী ... ১৩

বিশেষ নিবন্ধ : সুন্দরবনের মৌলে - মৌমাছি

মৌলেপাড়ায় বাক্স-মৌমাছি : পরিবেশের ... শঙ্কর কুমার প্রামাণিক ১৭

বিশেষ নিবন্ধ : শ্রমিক আন্দোলনে যৌনকর্মী

আর্জেন্টিনার শ্রমিক আন্দোলনে যৌনকর্মীদের ... কেট হার্ডি... ২০

বিশেষ নিবন্ধ : ১৯৮০-র দশকের গ্রাম বাঙলা

জীবনের গল্প ... অরূপ মজুমদার ... ২৩

বিশেষ নিবন্ধ : স্বাস্থ্যের অধিকার ও চিকিৎসক - চিকিৎসাকর্মী

মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার আর চিকিৎসক- ... পুণ্যব্রত গুণ ... ২৭

স্মরণ : স্টিফেন হকিং : আশাবাদের মূর্ত প্রতীক... বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ... ২৯

সংবাদ : দেশে - কালে :

মারুতি কারখানার ১৩ শ্রমিকের যাবজ্জীবন ৩২

মধ্যপ্রদেশে উচ্চবর্ণের গুলিতে মৃত্যু তিন দলিতের ...৩৩

প্রধান সম্পাদক : স্মরজিৎ জানা

কার্যনির্বাহী সম্পাদক : তরুণ বসু

সম্পাদকমণ্ডলী :

ইনাস উদ্দীন মিত্রা মুখোপাধ্যায় অভিজিৎ বর্ধন

ব্রতীন চট্টোপাধ্যায় দীপঙ্কর দে শান্তনু ত্রিবেদী

পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত লেখকের, মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী নয়।

প্রচ্ছদ ছবি : ফ্রান্সিকো গোইয়া। অন্যান্য ছবি : গুগলস সাইট।

মুদ্রণ : রে'জ ডট কম, ৪৪/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

DURBAR BHABNA

Vol. 10 No.1 □ MAY 2018

RNI No : WBMUL/2012/53493

Postal Registration No : N.Kol.Dn/033/2016-2018

ISSN 2343-6436

Editor : Dr Smarajit Jana

Publisher : Bharati Dey

Address : 12/5 Nilmani Mitra Street, Kolkata 700 006
West Bengal, INDIA

Phone : 033 2543 7560/7451 Fax : 033 2543 7777 e
mail: tarunbasu2006@gmail.com URL : www.durbar.org

প্রয়াত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং

হুইল চেয়ারে প্রায় আধশোয়া এক ভদ্রলোক, পুরু চশমার পেছনে ভারী জ্যান্ত দুটো চোখ— এই ছবি এখন জগতের কাছে খুবই পরিচিত। আশ্চর্য রকমের সতেজ মন ও মস্তিষ্কের অধিকারী এই মানুষটি শরীরের কোনো অঙ্গই নাড়াতে পারেন না; অক্ষর জুড়ে জুড়ে শব্দ তৈরি করতে তাঁর স্বাভাবিক মানুষের থেকে কয়েকগুণ বেশি সময় লাগে অথচ সেই তিনিই হয়ে ওঠেন 'record-breaking bestseller' বইয়ের লেখক, হয়ে ওঠেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন। সম্প্রতি প্রয়াত এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং (১৯৪২-২০১৮)-কে নিয়ে লিখেছেন **বিশ্বজিৎ বিশ্বাস**। পৃষ্ঠা ২৯

দুর্বার ভাবনা

প্রতি সংখ্যার দাম ১৫.০০ টাকা।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০.০০ টাকা (সডাক)।

পত্রিকা অফিস থেকে হাতে হাতে নিলে ১৫০.০০ টাকা।

বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

দুর্বার ভাবনা পাওয়া যায় :

কলকাতায় পাতিরাম, বুকমার্ক, মনীষা গ্রন্থালয়, ধ্যানবিন্দু (কলেজ স্ট্রিট), শান্তিনিকেতনে পুস্তক মহল, কুচবিহারে (এইচ এন রোড) মেদিনীপুরে ভূর্জপত্র (ইউনিভার্সিটি রোড) বাঁকুড়ায়, মালদহে, জলপাইগুড়িতে, কৃষ্ণনগরে কল্যাণী স্টেশনের বুকস্টলে। কলেজ স্ট্রিটে এক সঙ্গে বেশি পত্রিকা পেতে দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন কলকাতা ৭০০ ০১২।

পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান যাঁরা সরাসরি নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

দুর্বার প্রকাশনী ৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৬ বা ফোন করুন ০৮৩৩৬ ০৭১০৮৭ অথবা ০৯৮৭৫ ৪০৫১৬৫ বা ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০ এই নম্বরে।

মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার আর চিকিৎসক-চিকিৎসাকর্মীর কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা

পুণ্যব্রত গুণ

২০১৮-র ১১ মে মেডিকেল কলেজ থেকে বৌবাজার-সেন্ট্রাল এভিনিউর ক্রসিং অবধি পথ চলল পাঁচশ মানুষের এক মিছিল। বিকেল ৬টায় মিছিল শুরুর আগেই আকাশ কালো করে ঝড় উঠেছিল, বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস, ডক্টরস ফর ডেমোক্রেসি, ডক্টরস ফর পেশেন্টস, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেন্টাল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামের ডাকে সরকারি-বেসরকারি ডাক্তার ও তাঁদের পরিবারের মানুষদের লক্ষ্য থেকে টলাতে পারে নি প্রকৃতির ভ্রূকুটি। মুখে কালো কাপড় বেঁধে হাতে মোমবাতি নিয়ে তাঁরা লালবাজার চলেছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে ডেপুটেশন দিতে। ২ এপ্রিল নবান্নে ডাক্তার সংগঠনগুলির বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী/স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ডাক্তার ও চিকিৎসাকর্মীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে, আক্রমণকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অথচ ২ এপ্রিল থেকে ১০ মে রাজ্যের নানা প্রান্তে ঘটেছে ১৪টি আক্রমণের ঘটনা। পুরুলিয়ার বড়াবাজারে আক্রমণকারীদের নেতা শাসকদলের পঞ্চায়েত নির্বাচন-প্রার্থী। পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। তাই এই ডেপুটেশন। মিছিলকে আটকে দেওয়া হলো ১৪৪ ধারার অজুহাতে, ডিজি বা কোনো উচ্চপদস্থ অধিকারী কথা বলার সৌজন্যটুকুও দেখালেন না, ভবানী ভবনে মেমোরেন্ডাম রিসিভ করিয়ে আনা হলো। যাওয়ার পথে মিছিল ছিল নীরব, হাতে প্ল্যাকার্ড-ব্যানার— 'ডাক্তারদের ওপর আক্রমণ বন্ধ হোক', 'সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নত করা হোক', 'সরকার নাগরিকের স্বাস্থ্যের অধিকারকে স্বীকার করে নিক'...। ফেরার পথে ক্ষুব্ধ মিছিল স্লোগান তুলল— 'স্বাস্থ্য কোনো ভিক্ষা নয়, স্বাস্থ্য আমার অধিকার'।

মনে পড়ছিল ৩৫ বছর আগেকার কথা। ১৯৮৩। সবে নতুন ইন্টার্ন হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের সাতটি সরকারি মেডিকাল কলেজ তখন, সেগুলির জুনিয়ার ডাক্তারদের যুক্ত মঞ্চ অল বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশনের নেতৃত্বে আন্দোলন চলেছিল, বারবার কলকাতার রাজপথ কাঁপিয়ে আমরা এসপ্ল্যানেড ইস্টে গেছি। স্বাস্থ্য কোনো ভিক্ষা নয়, স্বাস্থ্য আমার অধিকার— সেই আন্দোলনের স্লোগান।

না, ভারতের সংবিধানে স্বাস্থ্য মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়। যদিও ১৯৪৫-এর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে স্বাস্থ্য মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তবু ১৯৪৭-এর পরের সরকারগুলি কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা থেকে অনেকটা পরিমাণে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিত।

চিকিৎসা অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরিষেবা বরাবরই একটা পণ্য ছিল। কিন্তু অন্য পণ্যের সঙ্গে চিকিৎসায় ব্যবহৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা ওষুধপত্রের ফারাক হলো এই যে, এর ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে থাকেন চিকিৎসক, যিনি ক্রেতার হয়ে এসব বাছাই করে দেন। অর্থাৎ রোগী কোন্ পরীক্ষা করাবেন, কোন্ ওষুধ খাবেন তা ঠিক করে দেন ডাক্তার। স্বভাবতই এক্ষেত্রে দুর্নীতির সুযোগ থাকে— ওষুধ কোম্পানি-ডায়াগনোস্টিক সেন্টার-রেফারেল থেকে কমিশন খাওয়ার সুযোগ থাকে দুর্নীতিপরায়ণ চিকিৎসকদের। (ডাক্তাররা তো আকাশ থেকে পড়েন না, এই সমাজেই তাঁদের জন্ম, রাজনৈতিক নেতা-পুলিশ-জজ-উকিল-সরকারি অফিসার যে সমাজে দুর্নীতিগ্রস্ত, সেখানে ডাক্তারদের মধ্যেও কিছুজন দুর্নীতিপরায়ণ হবেন— এমনটা কাম্য না হলেও বাস্তব।) আগে চিকিৎসা পরিষেবায় সরকারি বিনামূল্যে চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রধান ছিল, তাই দুর্নীতির সুযোগ কম ছিল, ডাক্তার-রোগী সম্পর্কও বিষিয়ে যায় নি।

১৯৮৬-তে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে নিয়ে আসা হলো ক্রেতা-সুরক্ষা আইনের আওতায়। ১৯৯০-এর দশকে শুরু করে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের নির্দেশ মেনে সরকার সরে আসতে লাগল স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে। ইউজার ফি নেওয়া শুরু হলো, সরকারি পরিকাঠামো যা এক সময় ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ তা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকল। সরকারের ছেড়ে আসা ফাঁকা জায়গার দখল নিতে থাকল স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা। সরকারি পরিকাঠামো দিনের পর দিন দুর্বল হতে থাকায় মধ্যবিত্ত এমনকী নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকেও ঘটিবাটি বিক্রি করে ভিড় জমাতে হচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালে— মুনাফাই যাদের একমাত্র লক্ষ্য।

ডাক্তাররা আজ এক অদ্ভুত অবস্থায়। আজ থেকে ১৫-২০ বছর আগেও এক সদ্য পাশ করা ডাক্তার একটি স্টেথোস্কোপ ও ব্লাড প্রেশার মাপার যন্ত্র সম্বল করে বাড়ির একটি ঘরে বা পাড়ার ওষুধের দোকানে প্র্যাকটিস শুরু করতে পারতেন। ডাক্তারের আয়ও হতো, রোগীরাও কম খরচে পরিষেবা পেতেন। ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট-এর গেরোয় সদ্য পাশ করা ব্যক্তি-ডাক্তারের নিজের ব্যাবসা শুরু করা বড় মাপের পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপার। ১৯৭১-এ দেশের সংসদে ঠিকাদারি প্রথা উন্মূলনের লক্ষ্যে এক আইন পাশ হয়েছিল। শ্রমিকদের ঠিকাদারি প্রথা তো বিলুপ্ত হয়ই নি বরং ডাক্তারদের অধিকাংশ সরকারি চাকরি আজ কনট্রাক্টচুয়াল। সরকারি হাসপাতালে কাজ করলে চিকিৎসা না-পাওয়া রোগী/পরিজনের শিকার হতে হচ্ছে তাকে, আর বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করলে ব্যাবসাদারের টার্গেট পূরণের যন্ত্র ডাক্তার।

বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের সামনেও সেই ডাক্তাররাই।

সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে গত এক বছরে হিংসার ঘটনা ঘটেছে শতাধিক। ডাক্তাররা সংঘবদ্ধ হয়েছেন। ডক্টরস ফর ডেমোক্রেসি, ডক্টরস ফর পেশেন্টস, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম এই পর্যায়ে গড়ে ওঠা। পুরনো সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরা তৈরি করেছেন ডাক্তারদের যুক্ত মঞ্চ। পাশাপাশি এসেছে ডাক্তারদের মার্শাল আর্ট শেখার প্রস্তাব, অ্যাপ তৈরি হয়েছে যাতে এক ডাক্তার আক্রান্ত হলে অন্যরা ছুটে যেতে পারেন...। কিন্তু এসবে কি আক্রমণ ঠেকানো যাবে?

ডাক্তারদের কি কিছু করার আছে?

যদি অবস্থাটা এমন হতো যে, অসুস্থ হলে নাগরিক কোথায় যাবেন তা ঠিক করা আছে, কোন্ রোগে কী ওষুধ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে তা নির্দিষ্ট আছে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইনে। কখন রোগীকে বিশেষজ্ঞের কাছে রেফার করা হবে বা ভর্তি করে চিকিৎসা করা হবে তাও নির্দিষ্ট করা আছে। কোথায় রোগীর কোনো খরচ হবে না, খরচ জোগাবে দেশের সরকার ট্যাক্স বাবদ সংগৃহীত অর্থ থেকে। অর্থাৎ ডাক্তারদের সঙ্গে রোগীর সম্পর্কে কোনো আর্থিক লেন-দেন নেই। তাহলে রোগী-ডাক্তারের সম্পর্কে অবিশ্বাস-হিংসা থাকত না।

এক স্বপ্নের ব্যবস্থার কথা বলে মনে হলেও এমন ব্যবস্থাই কিন্তু আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদে বিশ্বের সমস্ত উন্নত দেশে, থাইল্যান্ডের মতো উন্নয়নশীল দেশে, শ্রীলংকার মতো গরিব দেশে।

ভারতের সরকার ১৯৭৮-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আলমা আটা সম্মিলনে '২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য'-র ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেও সেই ব্যবস্থার দিকে এগোয় নি।

ভারতেও সম্ভব

সেই সম্ভাবনার কথা বলেছে সরকারেরই একটি কমিটি— ২০১০-এ যোজনা কমিশন গঠিত High Level Expert Group on Universal Health Coverage, যার নেতৃত্বে ছিলেন ডা. কে শ্রীনাথ রেড্ডি। ২০১১-য় কমিটি তার সুপারিশ জমা দেয়। তাতে বলা হয়, ২০১০-এ স্বাস্থ্যখাতে সরকারি খরচ জিডিপি-র ১.৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০১৭-র মধ্যে ২.৫ শতাংশ, ২০২২-এর মধ্যে ৩ শতাংশ করা হলে সরকারি পরিকাঠামোকে উন্নত করে তার মধ্যে দিয়ে অত্যাবশ্যক প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও টার্সিয়ারি পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়া যায়। কোনো অত্যাবশ্যক পরিষেবা যদি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে কিনতেই হয় তাহলে রোগীর জন্য তা কিনবে একটি স্বশাসিত আধা-সরকারি কমিটি, রোগীর কোনো খরচ হবে না। সমস্ত নাগরিক তাদের প্রয়োজন মতো অত্যাবশ্যক ওষুধ পাবে বিনামূল্যে। প্রত্যেকের জন্য থাকবে হেলথ কার্ড, যা দেখিয়ে প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক পরিষেবা পাওয়া যাবে বিনামূল্যে। স্বাস্থ্যবিমা ও ইউজার ফি-র কোনো স্থান থাকবে না সে ব্যবস্থায়।

২০১২-য় যোজনা কমিশন High Level Expert Group on Universal Health Coverage-র সুপারিশ মানে নি। ২০১৪-য় মোদি সরকার এসে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি খরচ কমাল ২০ শতাংশ। ২০১৭-র জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি বলুন বা ২০১৮-র কেন্দ্রীয় বাজেট— সরকারের লক্ষ্য জনসাধারণের করের টাকায় বেসরকারি বিমা কোম্পানি ও বেসরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি। সবচেয়ে বেশি চিকিৎসার খরচ হয় আউটডোর চিকিৎসা, ওষুধ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। সরকার গরিব মানুষের জন্য প্রিমিয়াম দিয়ে যে বিমা করাবেন, তাতে এসবের খরচ পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে কেবল হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার কিছু খরচ।

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার যে ঘোষণা করেছে, তাও তথৈবচ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে মাসের পর মাস লাগছে, উপকরণের অভাবে রোগী অপেক্ষারত, প্রথমে যে ওষুধের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছিল তার দুই-তৃতীয়াংশ ছাঁটাই হয়ে গেছে।

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য আন্দোলন ১৯৯৯-এ তার জন্মলগ্ন থেকেই স্বাস্থ্যের অধিকার আন্দোলনে যুক্ত। ২০১৩ থেকে শ্রীনাথ রেড্ডি কমিটি-র সুপারিশ নিয়ে তারা প্রচার করে চলেছে সারা বাঙলায়, ২০১৫-য় গঠিত হয়েছে সারা বাংলা সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রচার কমিটি, ২০১৭ থেকে তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে জাতীয় স্তরেও। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফোরামও সবার জন্য স্বাস্থ্যকে তার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, দাবি তুলছে শ্রীনাথ রেড্ডি কমিটির সুপারিশগুলিকে লাগু করার, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সব রকমের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলছে, বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে। ডাক্তাররা আজ বুঝছেন মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার না থাকলে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা হতে পারে না। এগুলি অবশ্যই আশার কথা।□

email <shramajibiswasthya@gmail.com>

গণবিজ্ঞান ভাবনা-র সহসাথিদের প্রতি

নতুন পুরনো গণবিজ্ঞান কর্মী বা যাঁরা এ-বিষয়ে আগ্রহী কিংবা ভাবছেন, চর্চা করছেন বা করতে চান তাঁদের প্রতি একটি আবেদন

দুর্বার ভাবনা পত্রিকার তরফ থেকে গণবিজ্ঞান নিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা সংগঠিত হয়েছিল ২০১৬-র মার্চে। সেই আলোচনার সূত্র ধরে কয়েকজন পুরনো-নতুন গণবিজ্ঞান কর্মীদের নিয়ে একটি ঘরোয়া আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়

'গণবিজ্ঞান ভাবনা' নামে একটি ফেসবুক গ্রুপ খোলা হবে, একটি ডকুমেন্টেশন সেন্টার তৈরি করা হবে এবং কর্মসূচি নির্ধারণ করার জন্যে মাসে অন্তত একবার নিয়মিত মুখোমুখি বসা হবে। আপাতত প্রতি মাসের শেষ শনিবার বিকেল ৪-টেয় বসা হচ্ছে, দুর্বার ভাবনা-র ৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬ ঠিকানায়।

উৎসাহী যে কেউ-ই যোগ দিতে পারেন। টেলিফোনে যোগাযোগের জন্যে +৯১ ৮৩৩৬ ০৭১০৮৭।